তারিখ ... DEC. 06 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৭
দৈনিক ইনকিলাব 29

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন না হওয়ায় দেশে গত দু'দশকে সন্ত্রাস মারাত্মক ব্যাধির মত জেঁকে বসেছে

ইঃ বিঃ থেকে শামীনুর রহমান শামীম ॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন না হলে জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হয় না।

গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পেলে মানুষের কল্যাণ হয় না। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতার পরিবর্তন না হওয়ায় বিগত দুই দশক দেশে সন্ত্রাস মারাত্মক ব্যাধির মত জেঁকে বসেছে। হ্রাস পেয়েছে নৈতিক অবক্ষয়। এ অবস্থার অবসান করে আমরা সোনার বাংলা গড়তে চাই। তাই এজন্য প্রয়োজন সোনার মানুষ তথা দুর্নীতিমুক্ত সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষের। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত শিক্ষা আপনাদের

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন না হওয়ায় সন্ত্রাস জেঁকে বসেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গড়ে তুলুক একেকটি সোনার মানুষ হিসেবে। গতকাল অনুষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের ব্রত নিয়ে বিজ্ঞান মনস্কতা, প্রগতি আর মানবতাবাদের শপথ নিয়ে আপনারা গড়ে তুলবেন মরহুম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের 'সোনার বাংলা'। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে আপনারা যথাযথভাবে জ্ঞান ও মেধার প্রয়োগ ঘটাবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসলামী শিক্ষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একুশ শতকের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য একটি সুষম শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য। মরহুম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব স্বাধীন দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার এবং মুসলিম সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন এবং বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ইসলামের বিভিন্ন শাখার উপর গবেষণার জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে উচ্চতর পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তার অনিবার্য ফসল এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেডিকেল ফ্যাকাল্টি, লালন সাঁই ছাত্রাবাস, মীর মশাররফ হোসেন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, আবাসিক লাইব্রেরী ও পরিবহন সমস্যা সমাধানের ঘোষণা দেন।

উক্ত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএইচএসকে সাদেক। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন শিক্ষাবিদ প্রফেসর আনিসুজ্জামান।

উক্ত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভিসি প্রফেসর মুহাম্মদ কায়েস উদ্দিন বলেন, জ্ঞান মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, এক মহান উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করে এবং জ্ঞানহীনের সাথে জ্ঞানীর সুস্পষ্ট পার্থক্য রচনা করে।

প্রসঙ্গে পবিত্র আল-কোরআনের সুরা যুমার আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, আল্লাহ রাসূল বলেছেন, "বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।" তিনি বলেন, কেবল পুঁথিগত শিক্ষাদানই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য নয়- মনুষ্যত্বের ঠিকানা, মানুষের কল্যাণকামিতা, সমাজ ও স্বদেশের কাছে দায়বদ্ধতাও এর অন্যতম লক্ষ্য।

সমাবর্তনের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নব নির্মিত শেখ মুজিবুর রহমান এবং বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব নামে ২টি আবাসিক হল উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী সকাল সাড়ে ১০টায় মুজিব হলে পৌছালে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক সেলিম, বেগম ফজিলাতুন্নেছা হলে পৌছালে হল প্রভোস্ট ডঃ রাবেয়া প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান। পরে তিনি মেইন গেটের পাশে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বেলা ১১টায় ইঃ বিঃ চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্যান্ডেলে প্রবেশ করে। উক্ত সমাবর্তনে রং-বেরংয়ের গাউন পরিহিত শিক্ষামন্ত্রী, সমাবর্তন বক্তা, ভাইস চ্যান্সেলর ট্রেজারার প্রফেসর মাহতাব উদ্দিন সরকার, উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) ডঃ মোসলেম উদ্দিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ, পিএইচডি, এমফিল, স্নাতকোত্তর ও স্নাতক ডিগ্রীধারীগণ অংশগ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্যান্ডেলে প্রবেশের সময় জাতীয় সংগীত শুরু হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর শহীদদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ভিসি প্রফেসর কায়েস উদ্দিন, চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর আনিসুজ্জামানের হাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রেস্ট তুলে দেন। পরে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক স্ট্যাডিজ অনুষদের ডীন ডঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী, মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন ডঃ মোঃ লতিফ, ব্যবসা প্রশাসন অনুষদের ডীন মোঃ শাহজাহান আলী, আইন অনুষদের পক্ষে ভিসি প্রফেসর মোঃ কায়েস উদ্দিন ১৯৯১ হতে '৯৫ সাল পর্যন্ত অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী এবং '৯১-'৯৯ সাল পর্যন্ত এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্তদের চ্যান্সেলরের নিকট উপস্থাপন করেন। ইঃ বিঃ অর্ডিন্যান্সের প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে তাদের ডিগ্রী প্রদান করেন। চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা পরে ১৬ জন ফ্যাকাল্টি কার্স্টকে স্বর্ণপদক এবং ৩ জনকে এমফিল ও ৫ জনকে পিএইচডি ডিগ্রীর সনদ বিতরণ করেন।

এমফিল ডিগ্রীপ্রাপ্তরা হলেন- মোঃ রুহুল আমিন, আবু তোবার মোঃ কেরামত আলী, মোঃ আবদুল করিম, পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্তরা হলেন ডঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী, ডঃ মোঃ মোস্তফা কামাল, ডঃ মোঃ আফাজ উদ্দিন, ডঃ মোঃ আকবর হোসাইন এবং ডঃ আঃ মঃ সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলাকালে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ৩টি আবাসিক হলের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যোগদান করলে ও ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের নেতারা যোগদান করেনি